22/10/2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা · ৫ কলাম ...(১)...

বাকৃবিতে আলোচনা : কে হচ্ছেন নতুন উপাচার্য

বিএনপি ও জামাতপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে জোর লবিং চলছে

দীন মোহাম্মদ দীনু, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে : কে হচ্ছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য? এ নিয়ে বর্তমানে বাকৃবির শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চলছে সরগরম আলোচনা। বিএনপি ও জামাতপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে উপাচার্য হওয়ার জন্য চলছে জোর লবিং। নতুন উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন সোনালী দল ইতিমধ্যে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক সভা করেছে। বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক সভা ছাড়াও প্রতিদিন প্রভাবশালী শিক্ষকদের চেম্বারে বসছে ঘরোয়া সভা। সভায় পছন্দের লোককে ভিসি বানাতে নির্ধারণ করছে নানা কৌশল সেই সঙ্গে মন্ত্রী-এমপিদের কাছে জোর তদবির চালাচ্ছে। সম্ভাব্য উপাচার্য প্রত্যাশীরা প্রতিদিন ঢাকায় নতুন মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন।

সোনালী দলের ১৯ জন শিক্ষককে নতুন উপাচার্য নিয়োগে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। জানা যায়, এই ১৯ জনের মধ্যে কেউ নিজে উপাচার্য প্রার্থী হলে তিনি ভোট বা মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

সম্ভাব্য উপাচার্য হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোশারফ হোসাইন মিঞা, প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল হক ভূঞা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম আলী ফকির, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুল হালিম, কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. শাহজাহান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুল হক, কৃষি অর্থ সংস্থান বিভাগের প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক।

বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বর্তমানে নিরাপত্তাজনিত কারণে ময়মনসিংহ শহরে ভাড়াবাড়িতে থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমহলের ধারণা ছিল তিনি যে কোনো মুহূর্তে পদত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু উপাচার্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে শূন্যতায় ফেলে দিয়ে তিনি সহসা পদত্যাগ করছেন না। তবে সরকারের উচ্চ মহল যখন চাইবেন তিনি তখনই দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন বলেও জানা গেছে। গত ২ অক্টোবর উপাচার্য ক্যাম্পাস ত্যাগ করলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর ও ৪টি হলের প্রভোস্ট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ করেন। পরে বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন সোনালী দল সভা করে উপাচার্যকে ক্যাম্পাসে ফিরে এসে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানোর আহ্বান জানায়। এ ছাড়া পদত্যাগী শিক্ষকদের পুনরায় দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করলে তারা বর্তমানে পুনরায় পূর্বের দায়িত্ব পালন করছেন।

সম্ভাব্য উপাচার্য নিয়ে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে লবিং-গ্রুপিং থাকলেও নতুন উপাচার্য নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় বয়স, গবেষণা দক্ষতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, স্থানীয় প্রভাব সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা হবে বলে দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানায়।